Note-2th

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রাজস্ব বাজেট শাখা

''বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি/সামগ্রী বিতরণের জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন নীতিমালা-২০১৭''

বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি/সামগ্রী বিতরণের জন্য সরকার আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে উপযুক্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ।

২। **শিরোনাম :** এ নীতিমালা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় ''বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি/সামগ্রী বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন নীতিমালা-২০১৭'' নামে অভিহিত হবে।

৩। **কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিটি:**

ক) **প্রতিটি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হবে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর এলাকা ব্যতীত) :**

উপজেলা পর্যায়ে কমিটি হবে নিম্নরূপ:

১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
৩)	উপজেলা সদরের একজন বেসরকারি বিএম কলেজের অধ্যক্ষ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৪)	উপজেলা সদরের একজন বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপার/প্রধান শিক্ষক- (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)		সদস্য
৫)	উপজেলা সদরের একজন বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপার/প্রধান শিক্ষিকা- (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)		সদস্য
৬)	সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ **সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের প্রতিনিধি**	-	সদস্য
৭)	উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার (UIRTCE)	-	সদস্য
৮)	**উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার**	-	সদস্য সচিব।

খ) **ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হবে:**

১)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	-	সভাপতি
২)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)	-	সদস্য
৩)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
৪)	একজন বেসরকারি বি এম কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৫)	একজন বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপার/প্রধান শিক্ষক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৬)	একজন বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপার/প্রধান শিক্ষিকা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৭)	সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮)	আঞ্চলিক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য সচিব।

গ) **জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :**

১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা সচিব, জেলা পরিষদ	-	সদস্য
৩)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)	-	সদস্য
৪)	স্থানীয় সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৫)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব

ঘ) **স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/সংসদ সদস্যগণ কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যগণের পরামর্শক্রমে কমিটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে:**

৪। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:**

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ.বি.সি. গ্রেডের জেলার তথ্য বিবেচনান্তে ''এ'' গ্রেডের জন্য ৬টি ''বি'' গ্রেডের জন্য ৫টি ও ''সি'' গ্রেডের জন্য ৪টি হিসেবে জেলাওয়ারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্ধারণ অন্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ পূর্বক

Note-2th

জেলা প্রশাসকগণের নিকট ''এ'' গ্রেডের জন্য ১০ টি ''বি'' গ্রেডের জন্য ৮টি ও ''সি'' গ্রেডের জন্য ৬টি প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা চাওয়া হবে ;

(২) ৬৪টি জেলায় গ্রেডওয়ারী উপরোক্তভাবে নির্ধারিত বিভাজন অন্তে সকল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে ।

(৩) জেলা প্রশাসকগণ প্রতিবছর ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বরাবর প্রেরণ করবেন।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১) যে সকল কারিগরি ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান গত ৩ (তিন) বছরে কোন সরকারি সাহায্য পায়নি তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

২) বিগত তিন বছর যে সমস্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী বাবদ সাহায্য পেয়েছে তাদের আবেদন বিবেচনা করা হবে না;

৩) প্রত্যন্ত গ্রামীণ অসচ্ছল কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে;

৪) প্রতিটি অঞ্চলে সুষম বন্টন নীতিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে;

৫) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চাহিদা ও বিগত ৩ বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে;

৬) জরুরী প্রয়োজন বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নগর বা মেট্রোপলিটন এলাকার কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৬। ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী সংগ্রহ:

১) বরাদ্দ প্রাপ্তির পর যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান ও নিয়মাচার যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী ক্রয় করতে হবে:

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(খ)	সহকারি কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(ঙ)	**সহকারী প্রোগ্রামার (UITRCE)**	-	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট কারিগরি/ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	-	সদস্য সচিব

২) ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী ক্রয়ের পর সংশ্লিষ্ট কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময় তা প্রদর্শন করবেন;

৩) ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়টি যাচাই করার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক/শিক্ষা কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কারিগরি/ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও মনিটরিং করবেন এবং এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিভাগ/মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩, ৪ ও ৫ এর নির্দেশনা সত্ত্বেও প্রয়োজনবোধে এ কর্মসূচির আওতায় কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও তাদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ক্ষমতা এ বিভাগের থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে জারিকৃত বিভাগের নির্দেশনাবলী এ নীতিমালার উপর প্রাধান্য পাবে।

২৭.১১.২০০৭

(মোঃ আলমগীর)
সচিব